প্রবাসী বাঙালীর চোখে

জেনারেল মইনের সাত দফা

অজয় দাশগুপ্ত

বের্টোল্ট ব্রেখটের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করি। দার্শনিক নাট্যকার ব্রেখট লিখেছিলেন'...তোমার বোমারু বিমানটা জব্বর...শুধু তার একটাই গলদ, তাকে চালাতে লাগে মানুষ, আর মানুষের একটাই গলদ, সে ভাবতে জানে।' জেনারেল মইন উ আহমেদের ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাত দফা নিয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। আমাদের সেনাপ্রধানের আধুনিক মন ও চিন্তা নিশ্চয়ই এটা জানে-মানুষ, বিশেষত সাধারন মানুষ যেহেতু কোন নিয়মের দাস বা আইনশৃঙ্খলা বা ট্রেনিংয়ের অধীনে বড় হয় না, তার চিন্তার জগতও অসীমাবদ্ধ ও ব্যাপক। দেশ,জনগণ,অথৃনীতি বিশ্বভুবনের তথ্য প্রবাহ নিয়ে গড়ে ওঠা পৃথিবীতে সে এখন সন্তরণপ্রিয় এক মানব সন্তান, রবীন্দ্রনাথ যেমনটি লিখেছিলেন " কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই", সে পথের যাত্রী বাঙালির আন্তর্জাতিক ভুবনটি তাঁর সাত দফার বিশ্লেষণে মগ্ন, খুঁজে ফিরছে এর কাঠামোগত এবং বাহ্যিক বক্তব্যের সঙ্গে অন্তর্গত চাহিদার যোগসুত্র।

গোড়াতেই একটা অভিযোগ দিয়ে শুরু করছি বলে দুঃখিত। আপাদমস্তক বাংলাদেশ জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা বহনের পরও আমাদেও দেশপ্রেমকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। আশির দশকে এমন তথ্যপ্রবাহ ছিলো না, ছিলো না অবাদ মতামত দেয়া ও নেয়ার সুযোগ, জেনারেল মইন সাহেব যেমনটি বলেছেন গুগলের ভেতর দিয়ে গাড়ি দেখা গাড়ি কেনা, একটু বাড়িয়ে বলি মেয়ে দেখা, ছেলে পছন্দ করা আত্মরতি থেকে আত্মতৃপ্তি, সুমেরু কুমেরু পর্যন্ত ডানা বিস্তার এখন কোন ঘটনাই নয়।সে দশকে দরিদ্র বাংলাদেশবাসীর পক্ষে এমন জগত ছিলো চিন্তার অতীত। গিয়েছিলাম নাম্বার হিসেবে উত্তীর্ণ হবার পর বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষা দিতে। অর্থাৎ যতক্ষণ নাম্বার ততক্ষণ তো বোঝা যাচ্ছে না কে হিন্দু, কে মুসলিম বা খ্রীষ্টান, মৌখিক পরীক্ষায় মুখোমুখি পরীক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকে না দেয়াল বা অবরোধ। সেদিনও ছিল না, বিসিএস-এর কঠিনতম লিখিত পরীক্ষা যে ঘাম ছুটাতে পারেনি তাই ছুটিয়ে দিয়েছিলেন প্রশ্নকর্তা, জানতে চেয়েছিলেন চাকরী দেয়া হলে আমি যে ভারতে পাড়ি দেব না তার নিশ্চয়তা কোথায়? প্রশ্নকর্তার মতে, আমার একটি পা নাকি ইতোমধ্যে সে দেশে বাড়ানো রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বক নই যে এক পা ভারতে রেখে অন্য পায়ের ওপর ভর দিয়ে দেশে জীবন কাটাতে পারি। কে তাঁকে বোঝাবে আমার পিতা তাঁর জন্মভূমি নোয়াখালীর ভয়াবহ দাঙ্গার পর পরিবারের অন্যরা ' নিরাপদে' পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিলেও আমৃত্যু দেশে থেকে গিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে দু'একবার ভারতে পাঠানোর কথাবার্তা হলেও কলকাতার রাস্তায় হকারগিরি করা স্কুলে পড়িয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা কিংবা ব্যবসা করে বাড়ি বানিয়ে, চাকরি জুটিয়ে তথাকথিত নিরাপদ জীবন যাপন আমাকে এক বিন্দু আকর্ষণ করেনি কোনদিন। মোহামেডান দলের প্রতি ভক্তি, বঙ্গবন্ধুর প্রতি একশ' পাসেন্ট শ্রদ্ধা, তাজউদ্দীনের মতো নেতার প্রতি বিশ্বাষ, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনার টানে বড় হওয়া রক্তে টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ বা ধমৃতলা ঢেউ তুলবে কোন দুঃখে? উত্তম, বিশ্বজিৎ আমার হিরো ছিলো না কোন দিন, রাজ্জাকের গায়ে দেয়া পুলওভার, কবরী ববিতার প্রেমে বড় হওয়া, পাকিস্তানী উর্দুভাষী, বাঙালি বিদ্বেষী শাসকের বিরুদ্ধে চেতনা শানানো যুবকের হিন্দীর গোলামী তো একই ধারা, একই বস্তু। তবু সেদিন শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের কারনে ঐ প্রশ্নটি হজম করতে হয়েছিলো। না হোক বিসিএস-এর চাকরি। এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে বাদ পড়লে খেদ বা দুঃখের কারন থাকে না। তবু অবস্থান পরিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে না। করিওনি। পিএসসির ঐ পরীক্ষকের চাইতে আমার দেশের টান, মাটি, মানুষ অনেক বড়। তাঁদেও ভালোবাসায় খাদ নেই। দেশের পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখক, বুদ্দিজবী, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া অযাচিত স্নেহপ্রবণ কর্মকর্তারাও মুসলমান। তাঁরা সাম্প্রদায়িক তো ননই বরং বদলে যাওয়া দেশে আমার মতো সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। তাই আপনাকে অনুরোধ করি, উত্তাল দেশ, জোয়ার ভাটায় দোলায়িত জনগোষ্ঠীর দেশে যেন দেশের টান, দেশপ্রেমের জন্য আর কাউকে সন্দেহের চোখে দেখা না হয়। জাকির হোসেন, ফখরুদ্দিন আহমেদ, আবুল কালামকে সিংহাসনের সর্বোচ্চ আসনে বসাতে গণতন্ত্রের যে উদারতা তাই যেন আমাদের আরাধ্য হয়। বলাবাহুল্য ' সম্প্রতি আপনি তার একটি নজির স্থাপন

করেছেন। ঢাকার কাগজে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া মনোরঞ্জন রায়ের জন্য আপনার উদারতা আর অর্থ দেনা পরিশোধের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত, নিশ্চিতভাবে উজ্জ্বল উদাহরণ। বুক ভরিয়ে দেয়া এ ঘটনার কারনে প্রত্যাশা বেড়েছে। যেমনটি স্বস্তি আর আনন্দে অপেক্ষমাণ প্রবাসী বাংলাদেশীরা সাত দফাকে দেখছে মুক্তি সনদ হিসাবে।

সাত দফায় মুলত দুর্নীতির বিরুদ্ধে নৈতিক অবরোধ আর তা দমনে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে আমাদের ।আমরা রাজনীতি চাই, রাজনীতিই দেশের চালিকাশক্তি। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ বা দলের প্রয়োজন নেই ।জানুয়ারীর পর যে সব তথ্য, খবরাখবর বেরিয়ে এসেছে তাতে দুর্নীতিমুক্ত সমাজের জন্য জিহাদ ছিলো অবশ্যম্ভাবী, দুনীতির এই পাপ চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোনই বিকল্প নেই। নেলসন মেন্ডেলার সেই উক্তিটি মনে পড়ছে' উই মাস্ট নট এলাউ ফিয়ার টু স্ট্যান্ড ইন আওয়ার ওয়ে'। সে কারনেই রাজনীতির ওপর চেপে বসা দুর্নীতির ভয়, দুর্নীতির ছায়ার অপসারন জরুরী। যে সব রাজনৈতিক নেতা এ অপপ্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাঁদেও বিরুদ্ধে নৈতিক বলয় তৈরি করতে হলে দুটো বিষয়ের মীমাংসা প্রয়োজন। প্রথমটি আইন ও বিচারের চোখে দোসী প্রমাণ করা, অপরটি দল বা মত পরিবর্তনের ধান্দায় সংস্কারবাদী বলে পরিচিত হবার সুযোগ না দেয়া, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এদের অনেকেই নিজ নিজ দলীয় প্রধানের কাঁধে বন্দুক রেখে নতুন শিকারের চেষ্টা করছেন। নৈতিক বলয় গড়ে তোলার জন্য দেশ ও দেশের বাইরের বাঙালির সামনে নতুন নেতৃত্বেও উন্মোচন জরুরী, যারা ইতোপূর্বে দলীয় রাজনীতির নামে অপ প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত। কল্কে না পেয়ে সরে যাওয়া নেতারা নতুন আওয়ামী বা বিএনপি নামে দল গড়ে মাঠে নামলে যা পূর্ব তথা পরং হতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতি থেকে ছিটকে পড়া সুযোগসন্ধানী কিংবা সাইড লাইনে অপেক্ষমাণ দীর্ঘদিনের উকিল, ব্যারিষ্টার, ডক্টরেটদেও ক্ষমতারোহণ ব্যাধিতে দুর্নীতি ঘুচবে না।

পচে গলে একাকার রাজনীতিকে বাঁচাতে অতীতের এসব দল বদলানো, মুখোশ পরিবর্তনে ঝানু মানুষদের সংস্কারই সবার চেয়ে জরুরী। এর উপায় একটাই, বাংলাদেশের তরুণ-তরুণী, শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকে দেশ চালানোর মতো মানুষ খুঁজে বার করা। আমরা যে সব লেখালেখি বা আলাপে ব্যস্ত তার সিংহভাগ ঘিরে রয়েছে মুখচেনা কিছু মানুষ। এদের বয়স অনেক, অভিজ্ঞতার ঝুলি পরিপূর্ণ এদের। এখন তা বিনিময়ের সময় এসেছে। ঠিক যেভাবে আমাদের ক্রিকেট এগিয়েছে, ডেভিড মোর যেভাবে অঞ্চল চষে নতুন ক্রিকেটার খুঁজে এনেছেন। রাজনীতিরও প্রয়োজন রক্ষণশীল ব্যাটসম্যান আর দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার। ষাট সত্তর মাইল বেগে বল ছুঁড়তে তারুণ্যেও বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে সে প্রক্রিয়া চালু করলেই মেধাবী, দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক শক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। যাঁরা হাল ধরবেন, এগিয়ে দেবেন দেশ ও জাতিকে।

প্রবাসে বড় হওয়া প্রজন্ম, মধ্যবয়সে দেশ ছেড়ে আসা মেধাবী মানুষেরাও এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। দুর্নীতিমুক্ত, মিথ্যে বলতে হয় না এমন গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাসরত বাঙালি দেশের পাশে দাঁড়াতে চায়। তার অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আর মেধায় দেশ ও জনগণ উপকৃত না হলে এই চিত্ত, বৈভব শিক্ষার আর যাই থাক যৌক্তিক কোন মূল্য থাকে না।

জেনারেল মইন উ আহমেদ, প্রবাসী বাঙালি বিশেষত অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশের বাঙালিরা আপনার দেয়া সাত দফায় জাতির জন্য অন্ধকারে আলোর ঝলক কুঁজে পেয়েছে। তাঁরা এটা অনুধাবন করতে পেরেছেন, আপনি মিডিয়ার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর দুর্নীতিরোধে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। আপনার পাঁশে দাঁড়াতে আমাদের কোন কুণ্ঠা নেই। আমরা চাই গণতন্ত্রের প্রতি নিবেদিত, যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, অপশাসনের বিপরীতে দাঁড়ানো এক উজ্জ্বল জন্মভূমি, বলাবাহুল্য যা কোন বুটের তলায়ও পিষ্ট নয়। দুদিনের মুখোমুখি দেশ ও জাতির প্রতি প্রতি আপনার মমত্ব আর দেশপ্রেমে আমরা পুলকিত। মনে পড়ছে ভয়াবহ সংকট আর দুর্দিনে ১৭৯২ সালের ২রা সেপ্টেম্বও ফ্রান্সের জর্জেস ডেন্টনের সেই অমর বক্তৃতা : উই নিড টু ডেয়ার, টু ডেয়ার এগেইন, অরওয়েস টু ডেয়ার। এখন আমাদের আগ্রাসী হবারই সময়। আপনার সাত দফা যেন সে শক্তি আর স্পর্ধায় আরেকটি ' সাত দফা'য় পরিণত হয় যা একদা মুক্তিযুদ্ধকে প্রেরণা দিয়েছিলো।

dasguptajoyehotmail.com